সমকাল

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জামালপুরে ৩১৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বন্ধ

■ জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুরে সাত উপজেলায় ৩১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত এক সপ্তাহ ধরে বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদানসহ সব কার্যক্রম। দীর্ঘ সময় পানিতে আসবাবপত্রসহ ভবন তলিয়ে থাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কবে থেকে পাঠদান শুরু হবে- এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এদিকে গতকাল শুক্রবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক সভায় ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেছেন, বন্যাকবলিত একটি মানুষও না খেয়ে মরবে না। ত্রাণ নিয়ে অনিয়ম হলে কাউকে ক্ষমা করা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

জেলার ইসলামপুর উপজেলার ১০টির মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনের দেয়ালের অর্ধেক অংশেরও বেশি পানিতে তলিয়ে আছে। প্রত্যেকটি শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র পানিতে ভাসছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে বুকসমান পানি। গঙ্গাপাড়া ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৮

জামালপুরে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডেবরাইপ্যাচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুলকান্দি শামছুন্নাহার উচ্চ বিদ্যালয়, দেওয়ানপাড়া এসএম উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবনের শুধু ছাদ বাদে পুরোটাই পানির নিচে। অফিস ও শ্রেণিকক্ষের চেয়ার-টেবিলসহ সব আসবাব পানিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। জেলা শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৩১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৩০টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৫০টি, কলেজ ৮টি ও মাদ্রাসা রয়েছে ২৮টি।

জামালপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) কার্যালয় থেকে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় যমুনার বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে পানি ৪ সেন্টিমিটার বেড়ে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে বিপদসীমার ৮৪ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলার লাখো মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় খাদ্য ও খাবার পানি তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে।

এদিকে বন্যা এলাকায় পানিবন্দি মানুষের পাশে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। গতকাল বিকেলে জামালপুরের জেলা প্রশাসকের কনফারেন্স রুমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বন্যাকবলিত একটি মানুষও না খেয়ে মরবে না। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রচুর ত্রাণ মজুদ রয়েছে, তা ইমানের সঙ্গে বন্যার্তদের কাছে পৌঁছে দিন। ত্রাণ নিয়ে স্বজনপ্রীতি বা কোনো অনিয়ম হলে কাউকে ক্ষমা করা হবে না। জেলা প্রশাসক আহমেদ কবিরের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, সাবেক ভূমিমন্ত্রী রেজাউল করিম হীরা এমপি, মেহজাবিন মোশারফ বেবী এমপি প্রমুখ।